যায়যায়দিন

তারিখ 9 JAN 2010
পৃষ্ঠা

# আবারো বেপরোয়া ছাত্রলীগ

## দ্রুত লাগাম টেনে ধরুন

ছাত্রনং অধ্যয়ন তপঃ-সংস্কৃত এ বাক্যটির বাংলা হলো অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। একসময় অধ্যয়ন ছাত্রদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল; কিন্তু বর্তমানে তাদের তপস্যা অন্য জায়গায় নিয়োজিত হয়েছে। বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে পড়তে এসে আরো অর্থ প্রাপ্তির আশায়, ছাত্রাবস্থায় শান-শওকতে চলার অভিপ্রায়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ছাত্রদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। এরপর মিছিল, মিটিং, হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, প্রভাব বিস্তার হয়ে দাঁড়ায় মূল কাজ। পড়াশোনা হয়ে পড়ে গৌণ। বাবা-মা আশায় বুকে বাঁধেন তার সন্তান ডিগ্রি অর্জন করবে, চাকরি পাবে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। সে আশায় গুড়ে বালি পড়ে যখন তার সন্তানটি লাশ হয়ে চিরদিনের জন্য বাড়ি ফেরে।

এভাবে গত বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরেছেন রাজশাহী মহানগরের ২৭ নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনোয়ার হোসেন নান্নু ও শাহীন মনোয়ারের ছেলে এবং রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখা ছাত্রমৈত্রীর সহসভাপতি রেজাউল ইসলাম সানি। ছাত্রলীগের হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানা যায়। তিনি ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার বিভাগের সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র ছিলেন। এ সংঘর্ষে ইন্সটিটিউট শাখা ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি কাজী মোতালেব জুয়েল ও অন্য সহসভাপতি শেরাফত আলী বুলবুল গুরুতর আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আহত হয়েছেন কিছু পুলিশ সদস্যও। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেছেন। পুলিশ চার ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগ পলিটেকনিক শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সাতজনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে।

আধিপত্য বিস্তার ও আগের দ্বন্দ্বের জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। ঘটনা যাই হোক, এ হামলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ হয়ে গেছে এবং একজন ছাত্রের জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে। আধিপত্য বিস্তারের বলি হয়েছে অনেক সাধারণ ছাত্র। তাদের হল ছেড়ে দিতে হয়েছে। তারা জানে না আবার কবে ইন্সটিটিউট খুলবে এবং তাদের শিক্ষাজীবন শুরু হবে।

এভাবে অনেক ছাত্রের জীবনপ্রদীপ নিভে যাচ্ছে এবং আরো অনেক ছাত্রের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে ছাত্র রাজনীতির রাহুগ্রাসে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সব রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠন আছে। বলতে দ্বিধা নেই কোনো ছাত্র সংগঠনেরই ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই রাজনৈতিক দলের। যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের ছাত্র সংগঠন যেন হয়ে যায় আরো বেপরোয়া। অথচ ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ওপরই বেশি দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে। সে ক্ষেত্রে বলতে হয়, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো পরিবেশ বজায় রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এটা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের যেমন ব্যর্থতা তেমনি ব্যর্থতা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও।

গত এক বছর ধরে ছাত্রলীগ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের কর্মকাণ্ড করেছে তাতে শাসক দলেরই সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ সুনাম বজায় রাখার জন্য ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে আওয়ামী লীগ নেতাদের। নইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে যা কিছু করছে তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

গত এক বছর ধরে ছাত্রলীগ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের কর্মকাণ্ড করেছে তাতে শাসক দলেরই সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ সুনাম বজায় রাখার জন্য ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে আওয়ামী লীগ নেতাদের। নইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে যা কিছু করছে তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।